লাম্পি স্কিন রোগ

লাম্পি স্কিন রোগ কী:

লাম্পি স্কিন গরু ও মহিষের এক ধরনের ভাইরাসজনিত চর্মরোগ। বাংলাদেশে এই রোগটি নতুন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রোগে গরু আক্রান্ত হচ্ছে, তবে এ রোগ মানুষকে আক্রামণ করে না।

রোগটি কোন সময় দেখা দেয়:

রোগটির প্রাদুর্ভাব এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস (চৈত্র হতে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে। তবে বৃষ্টিপাত ও বন্যায় এ রোগের বিস্তার বেশি ঘটে।

রোগটি কার মাধ্যমে ছড়ায়:

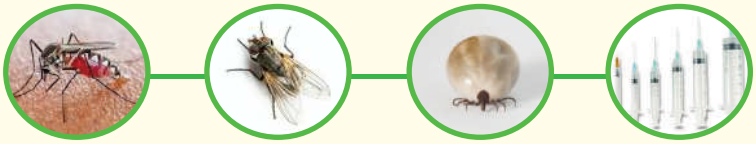

মশা | মাছি | আটালি | ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জ

আক্রান্ত গরুর লক্ষণ...

- আক্রান্ত গরুর শরীরের তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- আক্রান্ত গরুর বিভিন্ন জায়গায় চামড়ার নীচে অসংখ্য গুটি দেখা যায়।
- অনেক সময় গুটিগুলো ফেটে যায়, মাছি বসে ঘা সৃষ্টি করে।
- আক্রান্ত গরুর মাথা, গলা, পা ফুলে যায় এবং নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়।
- আক্রান্ত গরু খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

রোগটি হলে গবাদিপশুর কী কী সমস্যা হতে পারে

- গবাদিপশু দুর্বল হয়ে পড়ে।
- আক্রান্ত প্রাণীর ওজন কমে যায়।
- গাভীর দুধ কমে যায়।
- চামড়ার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।
- গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত দেখা দিতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ

- সুস্থ গরুকে গোটপক্স টিকা প্রদান করা।
- খামার পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।
- আক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণী হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আক্রান্ত প্রাণীকে মশারির ভিতর রাখতে হবে।
- খামারের আশেপাশে কার্যকর জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে যাতে মশা মাছি বিনষ্ট হয়।

এ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি

- ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এ রোগের কোন চিকিৎসা নাই।
- আক্রান্ত প্রাণীকে প্রচুর পরিমাণ স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- আক্রান্ত প্রাণীকে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স খাওয়াতে হবে।
- জ্বরনাশক ও ব্যথানাশক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে অ্যান্টিহিস্টামিন ও অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকসন দিতে হবে যাতে সেকেন্ডারি ব্যাকটিরিয়াল ইনফেকশন না হতে পারে।

প্রচারে:

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)